দামুড়হুদায় শহীদ জিয়াউর রহমানের ৪৪ তম শাহাদাত বার্ষিকী পালিত

দামুড়হুদা উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদৎবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে দামুড়হুদা ব্রীজ রোডস্থ দলীয় কার্যালয়ে জাতীয়, দলীয় ও শোক পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে দিবসটির কর্মসূচির শুরু করা হয়।

পতাকা উত্তোলন করেন,উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ও উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ছালমা জাহান পারুল, দামুড়হুদা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক আনছার আলী, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম লিটন, উপজেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আতিয়ার রহমান চুন্নু, রোকনুজ্জামান তোতাম, শামসুল আলম প্রমুখ।

এছাড়া উপজেলার ৮ টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে দিনভর চলা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৪ তম শাহাদৎবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল, স্মরণ সভা ও দরিদ্রদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

এসব অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, দামুড়হুদা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক আনছার আলী, কার্পাসডাঙ্গা দামুড়হুদা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম লিটন, উপজেলা কৃষকদলের নেতা রোকনুজ্জামান তোতাম, শামসুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

৯টা থেকে আজ শুক্রবার বেলা ১২টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনাসহ বিভিন্ন স্থানে ৪৮ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আগামিকাল শনিবার পর্যন্ত আরো বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর বৃষ্টিপাত কুমে আসবে বলে আসা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশিদের ‘পুশইন’ বন্ধে বিজিবির কড়া বার্তা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকে ‘পুশইন’ বন্ধে কঠোর আপত্তি জানিয়েছে বিজিবি। বিজিবি বলেছে, ভারতে অবৈধভাবে অভিবাসনকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ফেরত পাঠানো আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

বুধবার দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধীন দর্শনা বিওপির মেইন পিলার ৭৬ এর শূন্য রেখায় এ অনানুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক হয়। এতে বিজিবি পক্ষে নেতৃত্ব দেন ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান এবং বিএসএফ পক্ষে ৩২ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট শ্রী সুজিত কুমার।

বৈঠকে বিজিবি কমান্ডার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, সীমান্ত পেরিয়ে গোপনে কোনো বাংলাদেশি নাগরিককে পাঠিয়ে দেওয়া ‘পুশইন’ একটি গুরুতর অনিয়ম। তিনি বলেন, “এটা সীমান্ত আইন লঙ্ঘনের পাশাপাশি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।”

তিনি বিএসএফ কমান্ড্যান্টকে অনুরোধ করেন, কোনো বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানোর প্রয়োজন হলে, তা যেন সঠিক প্রক্রিয়ায় বিজিবিকে অবহিত করে, তালিকা হস্তান্তর এবং পরিচয় যাচাই সাপেক্ষে তাৎক্ষণিক প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে বিএসএফ কমান্ড্যান্ট জানান, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সে জন্য লোকাল কমান্ডারদের

প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে।

বৈঠকে সীমান্ত হত্যা বন্ধ, চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, যৌথ টহল বৃদ্ধি, গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার এবং তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার বিষয়েও দু’পক্ষ একমত হয়।

বৈঠক শেষে দুই দেশের কমান্ডাররা মেইন পিলার ৭৬ পরিদর্শন করেন। পতাকা বৈঠকটি সম্পূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে শেষ হয়।

দর্শনায় বারোমাসি কদবেল চাষে সফলতা পেয়েছেন তরিকুল ইসলাম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা আনোয়ারপুর গ্রামে বারোমাসি জাতের কদবেল বাগান করে সফলতা পেয়েছেন উদ্যোক্তা তরিকুল ইসলাম এমনটাই দাবি করেছেন তিনি।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে তিনি বলেন, “আমি এক জায়গায় ঘুরতে গিয়ে বারোমাসি কদবেল গাছের কিছু ডাল সংগ্রহ করে নিজ হাতে চারা তৈরি করে এই বাগান করেছি। আমার এই কদবেল বাগান ১ বিঘা জমির উপর গড়ে তোলা হয়েছে।”

তিনি বলেন, “চারা রোপণের নিয়ম খুবই সহজ। অন্যান্য সাধারণ গাছের মতো পরিমাণমতো গর্ত খুঁড়ে চারা রোপণ করতে হয়। প্রতিটি চারা ১২/১২ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর জৈব সার দিতে হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হয়।”

প্রতি বিঘায় খরচ কেমন জানতে চাইলে তিনি বলেন, “জমি চাষ, চারা কেনা, সার কেনা ইত্যাদি মিলিয়ে ৪০-৫০ হাজার টাকা মতো খরচ হয়।”

গাছের রোগ দেখা দেয় কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কদবেল গাছে ছত্রাক ও জাব দেখা যায়। এক্ষেত্রে ওষুধ দিলে এর সমাধান হয়ে যায়।”

গাছের পরিচর্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, “বাগানের আগাছা পরিষ্কার

করতে হবে, পানির প্রয়োজন হলে সেচ দিতে হবে। একটু দেখাশোনা করলেই এখান থেকে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি। বারোমাসি কদবেল আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথেও মানিয়ে নিয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “আমার কদবেল বাগান নিয়ে অনেক স্বপ্ন রয়েছে এবং মেহেরপুর প্রতিদিনকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের মতো কৃষকদের সফলতার গল্প সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য।”

চুয়াডাঙ্গায় সার ডিলারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের কৃষকদের উদ্যোগে বিতর্কিত সার ডিলার আকবর আলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে এক মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর এবং উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী শতাধিক কৃষক অভিযোগ করেন, বিসিআইসির সার ডিলার আকবর আলী দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত সার সরবরাহে অনিয়ম, অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি এবং প্রকৃত কৃষকদের বাদ দিয়ে অযোগ্যদের মাঝে সার বিতরণসহ নানা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ফলে কৃষকরা তাদের মৌসুমি চাষাবাদে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কৃষক মো. সোহাগ হোসেন (৬০) জানান, “সরকার নির্ধারিত ১৩৫০ টাকার টিএসপি সার আমাদের ১৫০০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। এছাড়াও সব ধরনের সার অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে কিনতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় সারের যোগানই থাকে না। এতে আমরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, তেমনি ফসল উৎপাদনেও বিঘ্ন ঘটছে।”

বেগমপুর ইউনিয়নের কৃষক আরিফ (৩২) বলেন, “ডিলার আকবর আলীর অবস্থান থাকার কথা বেগমপুরে, কিন্তু তিনি অবস্থান করেন হিজলগাড়ি

ইউনিয়নে। এতে কৃষকদের অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে সেখানে যেতে হয় এবং সার সংগ্রহ করতে গিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়।” এছাড়াও অনেকেই বলেন, “আমরা বছরের পর বছর খেটে জমিতে ফসল ফলাই। অথচ সময়মতো সার না পেলে সেই ফসল উৎপাদনই দুরূহ হয়ে পড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে কৃষিকাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবো।”

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা সরকারের কাছে আকবর আলীর বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান। তারা জানান, “আমরা প্রশাসনের প্রতি আস্থা রাখি। তবে যদি যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর আন্দোলনের দিকে যেতে বাধ্য হবো।”

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক কমিটির সৌজন্য সাক্ষাৎ

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দ। এ সময় তাঁকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান কমিটির সদস্যরা।

সোমবার সকাল ১০টায় জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ শরীফুজ্জামান শরীফের নির্দেশনায় সংগঠনকে আরোও সুসংগঠিত ও গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোঃ শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, ‘এই পরিবর্তনটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। দীর্ঘ ১৬ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের শাসনামলে আইনজীবী ফোরামের নেতৃত্বে যারা ছিলেন, সেসময় আমাদের ওপর চলেছে নানা নির্যাতন ও নিপীড়ন। ভয়ের আবহে আমাদের পথ চলতে হয়েছে। আমরা স্বৈরাচারবিরোধী লড়াই করে বহু চেষ্টা করেও কোনো সংগঠনকে সামনে এগিয়ে নিতে পারিনি।’

তিনি বলেন, ‘একটা সময় ছিল, যখন কেউ আইনজীবী ফোরামের সদস্য হতে চাইতো না। জোর করে সদস্য করা হতো। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে। দেশে একটি সুষ্ঠু চর্চার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই চর্চাকে অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে আমরা নতুন করে আবারও গণতান্ত্রিক ধারায় সামনে এগিয়ে যেতে পারি। নবগঠিত আইনজীবী ফোরামের এই কমিটির মাধ্যমে আমরা চাই সদস্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে সম্মেলন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হোক।’

তিনি আরও বলেন, ‘চুয়াডাঙ্গায় অতীতে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর প্রতি জেলা বিএনপিতে অনীহা ছিল। কেউ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তবে বর্তমান সভাপতি ও আমরা যারা এখন জেলা বিএনপির নেতৃত্বে রয়েছি, আমরা চাই সব সংগঠনকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করতে। আইনজীবী ফোরামের এই নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের বলবো, আপনারা আপনাদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একইসঙ্গে তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে আসুন।’ যেন তুলতে পারেন।’

শরীফুজ্জামান, নতুন কমিটির সদস্যদেরকে পূর্বের হতাশা ভুলে আগামী দিনের এই ফোরামকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী রূপে গড়ে তুলতে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সাক্ষাতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আইনজীবী ফোরামের সাংগঠনিক কাঠামো ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জজ আদালতের সরকারি কৌশুলী (জিপি) অ্যাড. আব্দুল খালেক, জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাড. মারুফ সরোয়ার বাবু, চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবি সমিতি সাধারণ সম্পাদক আহসান আলী, নবগঠিত আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক অ্যাড. আ.স.ম আব্দুর রউফ, সদস্য সচিব অ্যাড. মানজার আলী জোয়ার্দ্দার হেলাল, আইনজীবী ফোরামের নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অ্যাড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, অ্যাড. সিরাজুল ইসলাম, অ্যাড. মো. বদিউজ্জামান, অ্যাড. খন্দকার অহিদুল আলম মানি খন্দকার, অ্যাড. রুবিনা পারভীন প্রমূখ।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

গত রবিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার চৌকস এসআই মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ বোতল ফেনসিডিল ও ১ কেজি গাঁজাসহ রুবিনা খাতুন (৩৫) নামের এক নারীকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত রুবিনা খাতুন দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা নতুনপাড়া এলাকার আবু ছদ্দির মেয়ে।

গতকালই তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় শহীদ জিয়ার শাহাদাত বার্ষিকী পালনে প্রস্তুতিসভা

আগামী ৩০ মে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শাহদৎ বার্ষিকী। শাহাদাত বার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সাথে পালনের লক্ষে দর্শনায় বিএনপির প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বিকালে দর্শনা রেল ইয়ার্ড চত্তরে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির অন্যতম সমন্বয়ক, সাবেক সভাপতি হাজি খন্দকার শওকত আলী।

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা মাও ওমর আলী, মোখলেসুর রহমান, আজিজুল ইসলাম, মোখেলসুর রহমান, শুকুর আলী, আ. খালেক, আবু তাহের, দর্শনা পৌর মৎসজীবিদলের সভাপতি হাজি নজির আমিন, জেলা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম মিঠু, নুর গনি, বাবু,

সেলিম মেহবুব লিটন, শাহীন আলম, আশরাফুল, নাসির উদ্দিন, তোফাজ্জেল হোসেন, যুবদলনেতা রাসেল, সের আলী, সোহেল, রানা, বাবু, রিপন, শান্ত, সেচ্চাসেবকদলনেতা সজিব, ব্যবসায়ী নেতা শরিফুল ইসলাম। সার্বিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল।

দামুড়হুদায় ভূমি মেলা উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় ভূৃমি মেলা উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে ” নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করি নিজের জমি সুরক্ষিত রাখি “এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলা ভূমি প্রশাসনের আয়োজনে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের সহযোগীতায় এই র্যলি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন, দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক অপারেশন হিমেল রানা, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি মাওলানা মামুনুর রশীদ, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, উপজেলা জামাত ইসলামির সেক্রেটারী জেনারেল আবেদ – ঊদ – দৌলা টিটন, সার্ভেয়ার সুজন মোলা, প্রধান সহকারী সোহেল রানা, কম্পিউটার অপারেটর মশিউর রহমান, সার্টিপিকেট পেশকার আনিসুর

রহমান, সায়রাত সহকারী শহিরুল ইসলামসহ উপজেলার সাত ইউনিয়নের সহকারী ভূমি কর্মকর্তাগণ।

দর্শনা মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির প্রথম বৈঠক

ঐতিহ্যবাহি দর্শনা মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০ টার দিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

নবগঠিত এডহক কমিটির সভাপতি, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক কমিটির অন্যতম সদস্য, শিক্ষানুরাগি আলহাজ্ব মশিউর রহমান সভার সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা করেন, সদস্য সচিব, প্রধান শিক্ষক একরামুল হক, শিক্ষক সদস্য আবুল কাশেম মিল্টন, অভিভাবক সদস্য লুৎফর রহমান। কমিটি বৈঠক শেষে সকল শিক্ষকের সাথে মতবিনিয়ম করেন মশিউর রহমান সহ কমিটির সকলে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক সৈয়দা শামিম আরা, আক্তার জাহান, সাবিনা ইয়াসমিন, ফারজানা, আরিফা সুলতানা, শাসুন্নাহার, উম্মে হাবিবা মায়া, দেলোয়ারা আমান উল্লাহ, আব্দুল কাদের, মোস্তাফিজুর রহমান, আশরাফুল আলম, আ. খালেক, হাফিজুর রহমান, হুমায়ুন কবির, রিমন হোসাইন, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। পরে প্রতিটি শ্রেনী কক্ষ পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীদের খোজ খবর নেন।

কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে প্রতি ৩ মাস পর অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক, সাপ্তাহিক ক্লাশ টেস্ট পরিক্ষা গ্রহন, স্কাউটিং, লেখাধূলা, সাহিত্য-সাংস্কৃতি জোরদার করা হবে।

এছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়নে বার্ষিক পরিক্ষায় কোন বিষয়ে অকৃতকার্য ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মশিউর রহমানের ব্যাক্তি অর্থায়নে ২০ জন